পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঐতিহ্য ও চেতনার প্রতীক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

বাহাদুর বেপারী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু, ছয় দফার রূপকার, গণঅভ্যুত্থানের প্রাণ, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান '৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পেলে রমনার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। এই ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা থেকে লাখ লাখ ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসুর তৎকালীন ভিপি তোফায়েল আহমেদ বাঙালী জাতির নয়নমণি, সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করেন।

এরপর '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে ছাত্রলীগ কার্যকর এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে ছাত্রলীগ নেতারা চূড়ান্তভাবে মুক্তি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাই সর্বপ্রথম সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ছাত্রলীগের উদ্যোগে গঠিত "স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস"-এর তত্ত্বাবধানে '৭১ সালের মার্চ মাসে সশস্ত্র সদস্য ও ক্যাডারদের নিয়ে গড়ে ওঠে "বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স"। আর এই বিএলএফ গড়ে তোলে "জয় বাংলা বাহিনী"। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ১০ মার্চ "জয় বাংলা বাহিনী" পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার ডিজাইন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দেন। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকা অবস্থায় তৎকালীন ছাত্রলীগের প্রধান নয় নেতা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মোহসীন আলীর বাসায় বসে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করার জন্য পাঁচ দফা প্রস্তাব রচনা করেন।

২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ, ঢাকা মহানগরীতে রাতের কালো আঁধারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘৃণ্য ও পৈশাচিক আক্রমণ করে নির্বিচারে ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-জনতা হত্যার মধ্য দিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও নির্দেশে দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। অবশ্য এর পূর্বে '৭১-এর ৭ মার্চ স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসভায় ঐতিহাসিক রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন এবং সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের আহ্বান জানান।

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালীরা প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ করতে লাগল পশ্চিমা হানাদারদের। '৭১ সালের ১৫ জুন ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অনুসারে গড়ে তোলেন "মুজিব বাহিনী"। এই "মুজিব বাহিনী" গড়ে তোলার নেপথ্যে নেতৃত্ব দান করেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। ছাত্রলীগের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার জন্য এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণাঙ্গনে উল্কার বেগে ছুটে বেড়িয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ছাত্রলীগের "জয় বাংলা বাহিনী" এবং "মুজিব বাহিনীর" সদস্যরা এমন কোন রণাঙ্গন নেই যেখানে তারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেনি। ৩০ লাখ শহীদের পবিত্র রক্ত, ২ লাখ মা-বোনদের ইজ্জত, সেই সাথে ২৮,০০০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর আত্মত্যাগ এবং রক্তে লাল করা স্বাধীনতার সূর্য বাংলার পূর্বাকাশে উদিত হলো '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। বিশ্ব মানচিত্রে যোগ হলো বাংলাদেশ নামের নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্র।

স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের নামকরণ করা হলো "বাংলাদেশ ছাত্রলীগ"। বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছাত্রলীগের ইতিহাস।

স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। নয় মাস যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে "বাংলাদেশ ছাত্রলীগ" কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশের স্বাভাবিক অবস্থা আনয়নে যখন সকলে মনোনিবেশ করেন, ঠিক তক্ষুনি জাতির ভাগ্যাকাশে নেমে আসে আর এক দুর্যোগ। এক কালো রাত লণ্ডভণ্ড করে দেয় বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" গড়ার স্বপ্নসাধ। কতিপয় উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার, একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের নীলনক্সার শিকার হয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সপরিবারে শহীদ হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতি হারাল তার শ্রেষ্ঠ সন্তান। সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল এমন জঘন্য হত্যাকাণ্ডে। সে জঘন্য হত্যাকাণ্ড থেকে ভাগ্যগুণে বেঁচে গেলেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা, আজকের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা ও কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। এখান থেকে ইতিহাস বাঁক নিল অন্য মোড়ে। '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আসীনদের কোপানলে পড়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এই দুরবস্থার সময়েও বেশ কিছু নেতাকর্মী সংগঠনের দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখেন সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। '৭৬ সালে এক আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শত নির্যাতন, কারাভোগ, অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেও সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৮১ সালের ১৭ মে তারিখে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৮২ সালে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক খ. ম. জাহাঙ্গীর ছাত্রলীগের জাতীয় কার্যকরী সংসদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সাংবিধানিক নেত্রী হিসাবে মনোনীত করেন। *(অসমাপ্ত)*